রিয়াদের বাংলাদেশ ইন্টান্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ এ

অসি বনাম মসি

গত ৯ মে ২০০৮ রিয়াদের বাংলাদেশ ইন্টান্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বার্ষিক ক্রিয়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৭ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে যোগ করা হয়েছে জুনিয়র বৃত্তি ও ২০০৭সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের স্বর্ণপদক দিয়ে অনুপ্রাণিত করা। স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠানটি দুইদিনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ০৮মে ২০০৮ অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রদের জন্য এবং ০৯মে ২০০৮ শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য। এদেশের নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এই দু'দিনের সবচে' আকর্ষণীয় বিষয় ছিলো একটি চমৎকার বিতর্ক প্রতিযোগিতা। যার বিষয় ছিলো A pen is mightier than a sword এতে অংশ নেয় নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। .. বাংলা মিডিয়ামের বাচ্চাদের ইংরেজীতে বিতর্ক!? অনেকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে যখন তারা শোনলেন বাচ্চাদের খাপখোলা তলোয়ারের ক্ষিপ্রতা আর তেজদীপ্ত ইংরেজী উচ্চারণ।

রিয়াদের বাংলাদেশ ইন্টাঃ স্কুল এন্ড কলেজ এর এসএসসি২০০৭ এ জিপিএ-৫ অর্জনকারী কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সূর্ণ পদক দিয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়। মান্যবর রাষ্ট্রদূত ওয়াহিদুর রহমান উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন। মঞ্চে ডান থেকে প্রিন্সিপাল, পর্ষদ চেয়ারম্যান এবং মান্যবর রাষ্ট্রদূত।। সামনে তিনজন কৃতিছাত্রী বাম থেকে- লুবনা বাসেত বৃষ্টি,ফাতমা ফারুক , কায়মন কবির বুসরা।....মপ

বাচ্চাদের সেই বিতর্কে ছিলো চমৎকার সব ভাষার কারুকাজ, যুক্তি উপস্থাপন ও তার সুকৌশল খন্ডন। সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকলেন। কেউ কেউ অনুষ্ঠানস্থলেই আবেগআপ্লুত উচ্চারণ করলেন-বাহঃ বাহঃবাচচারা তোমরা পার এবং পারবে, আমাদের অসমাপ্ত ও ব্যর্থতাগুলো ঢেকে দিতে।

এই আয়োজনে স্কুল এন্ড কলেজের বিজ্ঞ এবং আলোকিত ক'জন শিক্ষক বাচ্চাদের সীমাহীন শ্রম দিয়ে তৈরী করেছেন।দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের মেধার বিচ্ছুরণ। তারা হলেন-শামসুল ইসলাম খান, আজিজুর রহমান, জাফরউল্লাহ কোরেশী, আবু দাউদ শিকদার, আসিফ সাদেক।

অনুষ্ঠান কভারেজ দেবার জন্যে এদেশের বিখ্যাত 'ডেইলী আরব নিউজ' থেকে এসেছিলেন ঐ পত্রিকার ফটো জর্ণালিস্ট ইকবাল হোসেন। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন ভারতের হায়দ্রাবাদের একজন সফটঅয়ার ইঞ্জিনিয়ার নাজিমুদ্দিন ইমরান। যিনি এখানকার কিং আবদুল আজীজ মেডিক্যাল সিটিতে কর্মরত। যিনি ইংরেজী মাধ্যমেই লেখাপড়া করেছেন। কম্পিউটার সায়েন্সে এমসিএ ডিগ্রি নিয়ে তিনি এদেশে এসেছেন। তিনি বাচ্চাদের ইংরেজী ভাষার কারুকাজের উচ্চারণ, যুক্তি খন্ডন শোনে রীতিমতো এক সীমাহীন সৌন্দর্যবোধে মুক হয়ে গেলেন। বিমোহিত ভাষায় উচ্চারণ করলেন- বাঙালি লাড়কা লারকি এ্যাতনা এ্যাডভান্স! এ্যাতনা টেলেন্ট! ইয়ার মুজে পাত্তা নেহি থা। ইট্স সো লাভলী, ইট্স ওয়ান্ডারফুল। তার মতামত শোনে খুবই ভালো লাগলো।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রথম দিন (ছাত্রদের) এখানকার শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বিদেশী স্কুল বিভাগের মহাপরিচালক। দ্বিতীয় দিন (ছাত্রীদের) অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন মান্যবর রাষ্ট্রদুত ওয়াহিদুর রহমান। তিনি কৃতি ছাত্রীদের স্বর্ণ পদক নিজ হাতে পরিয়ে দেন। বাচ্চাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন বিভিন্ন শব্দে শব্দে। মঞ্চে উপস্থিত থাকেন স্কুল পর্ষদ চেয়ারম্যান প্রকৌঃ সালেহ সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল শেখ শহিদুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, সিগনেটরী হারুন অর রশীদ, পর্ষদ সদস্য মিঃ মহিবুর ও মিঃ মাহবুবুর রহমান।